৮৭ ৭৫

দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

পরীক্ষা, উৎসব ও হরতাল

তিন বিরোধীদলের ৩২ ও ৯৬ ঘন্টা হরতাল জনজীবনে দারুণ বিঘ্ন ঘটাতে যাচ্ছে। জনজীবনে বিঘ্ন ঘটানোই নাই অবশ্য তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য।

তিন বিরোধীদলের হরতাল কর্মসূচীতে লক্ষ্মীপূজা, প্রবারণা পূর্ণিমা এবং ছাত্রছাত্রীদের অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষা বানচাল হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১টি বিভাগের অনার্স ফাইনাল ও মাস্টার্স পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনে এখন দারুণ উৎকণ্ঠা।

এক একটি ছাত্র ও ছাত্রী সারাজীবনের সাধনায় অনার্স এবং মাস্টার ডিগ্রী অর্জনের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এ পরীক্ষা তাদের জীবনের পরীক্ষা। দশমিক পাঁচ মার্ক এদিক সেদিক হলে তাদের সারাজীবনের স্বপ্ন এলোমেলো হয়ে যায়। তিন বিরোধীদলের নেতা-নেত্রীরা এই দুঃখের কথা মনে রাখেন না। মানুষ বছরে একবারই কিংবা দু'বারই ধর্মীয় উৎসবে নিজেদের চিত্ত উন্মুক্ত করে দেয়। ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে বিশ্বাস জড়িত। ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে আনন্দ জড়িত। সাধারণ মানুষকে এই বিশ্বাস ও এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা কি ঠিক?

আমাদের স্থির বিশ্বাস, তিন বিরোধীদলের নেতা-নেত্রীদের কারও ছেলেমেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে না। তারা ছেলেমেয়েদের বিদেশে পাঠিয়ে লেখাপড়া নিশ্চিত করে রেখেছেন। সুতরাং গরীবের জন্যে কোন ভাবনা তাদের নেই।

এই ৯৬ ঘন্টা হারতালে কিংবা ৩২ ঘন্টা হরতালে দরিদ্র রিকশাচালক, দিনমজুর, বাজারের মিনতি বালক কিভাবে জীবিকা অর্জন করবে, সে ভাবনা তিন বিরোধীদলের নেতা-নেত্রীরা করেন নাই।

কেয়ারটেকার সরকারের ফর্মুলা সাধারণ মানুষ বোঝে না। ১৯৯১ সালে সাধারণ নির্বাচনে অবাধে ভোট দিয়ে তারা বিএনপি সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ মনে করেন, বিএনপির রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করা উচিত। সময় যখন আসবে তখনতো ফের নির্বাচন হবে। পৃথিবীর সব দেশে, সব সংসদীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে পদত্যাগ করেন এবং তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনা করেন। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, তিন বিরোধীদল যদি তার জনপ্রিয়তাকে এতই ভয় পায় তাহলে তিনি নির্বাচনের এক মাস আগে পদত্যাগ করতে রাজী আছেন। কিন্তু তিন বিরোধীদল তো সাহসের সঙ্গে তার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলো না।

হরতালের ভোঁতা হাতিয়ার তিন বিরোধীদল এখনও ব্যবহার করে চলছে। এতে সরকারের কোন ক্ষতি হচ্ছে না। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। গরীব মানুষ জীবিকা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা বানচাল হচ্ছে। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় উৎসব বিঘ্নিত হচ্ছে।

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের বিরুদ্ধে সবচাইতে বেশী লেখালেখি করেছি। আমরা সেশনজট কমিয়ে আনতে চেয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যখন এ বিষয়ে প্রায় সাফল্য অর্জন করতে যাচ্ছেন, তখনই তিন বিরোধীদলের ৩২ এবং ৯৬ ঘন্টা হরতাল কর্মসূচী আসছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, তিন বিরোধীদল এদেশের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া নিয়ে মোটেও উদ্বিগ্ন নয়। তরুণ পরীক্ষার্থীদের ভাগ্য গোল্লায় গেলেও তিন বিরোধীদলের কিছুই আসে যায় না। অথচ আমরা আশা করেছিলাম, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট নিরসনে তাদের ভূমিকা রাখবে।

এই পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের অনুরোধ, তারা যেন পরীক্ষা কর্মসূচী পাল্টে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা দূর করেন। তিন বিরোধীদলের ৯৬ ঘন্টা হরতাল কর্মসূচীর মধ্যে যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব নয়, সে কথা নিশ্চয়ই তারা উপলব্ধি করবেন।

তিন বিরোধীদল যে জনস্বার্থের পরোয়া করে না সেকথা সাধারণ মানুষের সামনে উদঘাটিত। জনস্বার্থহানিকর এই কর্মসূচী রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য।